বুধবার, ২৫ পৌষ, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৫

ট্রাম্প টাওয়ারে আগুন, হইচই আমেরিকা জুড়ে

খবর বলে খবর। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ট্রাম্প টাওয়ারে আগুন। ঘটনাটি নিয়ে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, আলোড়ন সারা বিশ্বে। তাই এটি নিছক দুর্ঘটনা না অন্তর্ঘাত তা খুঁজে বার করা দরকার। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা তার পত্নী কেউই ওই সময়ে ট্রাম্প টাওয়ারে ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি ছিলেন হোয়াইট হাউসে। রক্ষে এতেই। আমেরিকার নামী সংবাদপত্র নিউইয়র্ক ডেলি নিউজ এবং সংবাদ মাধ্যম এই ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছে যে, সোমবার সকাল ৭-২০ নাগাদ আগুন লাগে ম্যানহাটানে ট্রাম্প টাওয়ারের ছাদে। কীভাবে আগুন লাগে তা জানা যায়নি। তবে তদন্ত শুরু হয়েছে। আগুন লাগার খবর পেয়েই দমকল বাহিনী দুর্ঘটনাস্থলে আসে। আসে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। অবশ্য আগুন লাগায় কেউ আটকে পড়েনি ট্রাম্প টাওয়ারে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবরও নেই। কিন্তু আগুনে ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি ডলার মূল্যের জিনিসপত্রের।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পুত্র এরিক টুইটে অবশ্য জানিয়েছেন, ট্রাম্প টাওয়ারের কুলিং টাওয়ারে ছোট আগুন লাগে। নিউ ইয়র্কের দমকল বিভাগ এক ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলে। তবে আগুন নেভাতে গিয়ে দমকলের একজন কর্মী জখম হন। আহত হয়েছেন এক ইঞ্জিনিয়ারও। যাই হোক ট্রাম্প টাওয়ার বলে কথা। তবে অল্পের মধ্যেই গেছে। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে সংবাদ মাধ্যমে এটি স্থান পেয়েছে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

আপনাদের জ্ঞান মানে সেন্স্ নলেজ্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে পাওয়া জ্ঞান) not verifiable by our standard। প্রথমটি ; তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করা যায় না। দ্বিতীয়টি– verifiable (জড়জ্ঞান)।

ডাক্তার চুপ করিয়া, আবার অবতার সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার--অবতার আবার কি? আর পায়ের ধূলা লওয়া কি!

মাষ্টার–কেন, আপনি তো বলেন এক্সপেরিমেন্ট্ সময় তাঁর সৃষ্টি দেখে ভাব হয়, মানুষ দেখ্লে ভাব হয়। তা যদি হয়, ঈশ্বকে কেন না মাথা নোয়াবো। মানুষের হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

''হিন্দুধর্মে দ্যাখ **সর্বভূতে নারায়ণ!** এটা তত আপনার জানা নাই। সর্বভূতে যদি থাকেন তাঁকে প্রণাম করতে কি?''

''পরমহংসদেব বলেন, কোনো কোনো জিনিসে তিনি বেশী প্রকাশ। সূর্যের প্রকাশ জলে, আর্শীতে। জল সব জায়গায় আছে–কিন্তু নদীতে পুষ্করিণীতে বেশী প্রকাশ। ঈশ্বরকেই নমস্কার করা হয়–মানুষকে নয়। God is God – not, man is God.

''তাঁকে তো রীজ্নিং (সামান্য বিচার) করে জানা যায় না–সমস্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর। এই সব কথা ঠাকুর বলেন।''

আজ মাষ্টারকে ডাক্তার তাঁহার রচিত একখানি বই উপহার দিলেন-- Physiological Basis of Psycholoty – 'as a taken of brotherly regards'

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও Jesus Christ –তাঁহাতে খৃষ্টের আর্বিভাব

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা। মিশ্র নামক একটি কৃষ্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। মিশ্রের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইবে। মিশ্র খৃষ্টানবংশে জন্মিয়াছেন। যদিও সাহেবের পোষাক, ভিতরে গেরুয়া আছে। এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে। একটি ভ্রাতার বিবাহের দিনে তাঁহার এবং আর একটি ভ্রাতার একদিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কোয়েকার্ সম্প্রদায়ভুক্ত।

মিশ্র--- 'ওহি রাম ঘট্ ঘটমে লেটা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন--- যাহাতে মিশ্রও শুনতে পান— এক রাম তাঁরহাজার নাম।

'খৃষ্টানরা যাঁকে গড বলে, হিন্দুরা তাঁকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর— এই সব বলে।

দিনপঞ্জিকা

২৫ পৌষ, ভাঃ ২০ পৌষ, **১০ জানুয়ারী,** ২৫ পুহ, সংবৎ ৯ মাঘ বদি, ২২ রবিঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫। **বুধবার,** নবমী রাত্রি ঘ ৯।১৪ মিঃ। চিত্রানক্ষত্র দিবা ঘ ৭।৩০ মিঃ। সুকর্ম্মাযোগ দিবা ঘ ৯।৩৯ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ৯।৪ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ৯।১৪ গতে বনিজকরণ, **জন্মে**–তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ৭।৩০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা, **মৃতে**– দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ৯।৫ গতে ১০।২৫ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ১।৫ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৩।৫ গতে ৪।৪৫ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই, রাত্রি ঘ ৯।১৪ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- নাই। **বিবিধ**– নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের তিরোধান দিবস।** **অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৮ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১০।৩৯ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৫৭ গতে ৬।৫০ মধ্যে ও৮।৩৭ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**-- দিবা ঘ ৭।৬ গতে ৭।৪৮ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৩৮ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৫ পৌষ, ভাঃ ২০ পৌষ, **১০ জানুয়ারী,** ২৫ পুহ, ২২ রবিঃ সানি, উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৫। বুধবার, নবমী রাঃ ঘঃ ৯।১৪।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ক্রেতা অধিকার ও সচেতনতা : নীতি ও আইনকানুন

অবিনাশ কে. শ্রীবাস্তব
পর্ব ১

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার বেশ কিছু নির্দেশমূলক নীতির সংস্থান রেখেছেন সংবিধান রচয়িতারা। এই নীতিসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও দেশের প্রশাসন পরিচালনার বনিয়াদ তা। রাষ্ট্রকে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই এই নীতিগুলির লক্ষ্য। বলা হয়েছে, সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এক সমাজব্যবস্থা গড়ে নাগরিকদের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করে যাবে রাষ্ট্র। ভারতীয় সংবিধান ব্যক্তিবিশেষের অধিকারকে সুরক্ষিত ও সেই অধিকারের গণ্ডি প্রসারিত করতে তথা নাগরিকদের মর্যাদা ও কল্যাণের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে একজন উপভোক্তা, একজন গ্রাহক এবং একজন ক্লায়েন্ট হিসোবে ধরে সেকাজে সচেষ্ট হবে। উপভোক্তাদের সুরক্ষা প্রদানের অন্যতম দিকগুলি হল, ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যবিধি সুনিশ্চিত করা, পণ্যের গুণমান ও সুদক্ষ পরিষেবার বন্দোবস্ত, পাশাপাশি ক্রেতারা যাতে নিজেদের পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী বেছে নিতে পারেন সে জন্য পণ্যের গুণমান, পরিমাণ গুণাগুণ, উপাদান ও দরদাম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের নাগাল যাতে তারা পেতে পারে তার সংস্থান করতে হবে।

ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা/ক্রেতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলকের মধ্যে অন্যতম হল, ক্রেতা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ লাগু হওয়া। সমস্ত পণ্য ও পরিসেবাকে শামিল করে এক অত্যন্ত আধুনিক মানের স্বয়ংসম্পূর্ণ আইনি ছত্রছায়ার উদাহরণ এটি। দেশের অন্যান্য আইনবিধিতে যেখানে মূলত শাস্তির ও প্রতিরোধক ব্যবস্থার উপর জোরটা দেওয়া হয়, সেখানে এই আইনে ক্ষতিপূরণের সংস্থানও রাখা হয়েছে। ক্রেতা সুরক্ষা আইনের ৬ নং ধারায় উপভোক্তাদের ছয়টি বুনিয়াদি অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ছয়টি অধিকার হল:

(১) নিরাপত্তার অধিকার : তাদের জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে হানিকারক এমন পণ্য ও পরিষেবার বিপণনের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত রাখার অধিকারের হকদারা তারা। যদি কোনও নির্দিষ্টি পণ্য বা পরিষেবা তাদের জীবন এবং সম্পত্তির পক্ষে বিপজ্জনক এবং হানিকারক হয়, উপভোক্তাদের সে সম্পর্কে অবশ্যই অবগত করাতে হবে ও সেই পণ্য বা পরিষেবার ব্যবহারবিধি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

(২) তথ্যের অধিকার : অনৈতিক বাণিজ্যিক কারবারের হাত থেকে উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে কোনও পণ্য বা পরিষেবার গুণমান, গুণাগুণ, বিশুদ্ধতা, মানক এবং দরদাম সম্পর্কিত সব রকমের তথ্য উপভোক্তাদের জানার অধিকার আছে বলে স্বীকার করে নেওয়া

হয়েছে। পর্যাপ্ত তথ্য অবশই উপভোক্তাকে জানাতে হবে, যাতে জীবনশৈলী এবং ফ্যাসান অনুযায়ী পছন্দসই জিনিসটি সে বেছেবুছে নিতে পারে।

(৩) বাছাই করে নেওয়ার অধিকার : প্রতিযোগিতামূলক দামে রকমারি পণ্য বা পরিষেবার নাগাল পাওয়ার অধিকার হকদার উপভোক্তারা। সর্বোপরি, সর্বনিম্ন ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে যাতে বিপুল পরিসরের পরিষেবা বা পণ্য উপভোক্তাদের জোগান দেওয়া যায়, সেজন্য ন্যায্য প্রতিযোগিতার বাতাবরণ প্রসারে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে।

(৪) বক্তব্য পেশের অধিকার : ক্রেতা সুরক্ষা আইনের ভিত হচ্ছে এই অধিকারটি। কারণ, এই অধিকারের আওতায়, উপভোক্তাদের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, যদি তাদের সাথে অন্যায্য কোনও কিছু ঘটে, তবে সঠিক উপভোক্তা ফোরামে তাদের স্বার্থরক্ষার্থে যথাযথ যত্নসহকারে নিজের সপক্ষে তাদের পেশ করা বক্তব্য শোনা হবে।

(৫) ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার : অনৈতিক বাণিজ্যিক কারবারের জেরে বা একচেটিয়া বাণিজ্যের সূত্রে যদি কোনও উপভোক্তার লোকসান হয় বা তিনি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং ভুক্তভোগী উপভোক্তা নালিশ জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করার পর যদি তা প্রমাণিত হয়, তবে নির্দিষ্ঠ যে ফোরামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, সেই ফোরাম ভুক্তভোগী উপভোক্তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন।

(৬) শিক্ষার অধিকার : বাজারে কী ধরনের কারবারের রীতি চালু আছে এবং তার সাপেক্ষে কী ধরনের প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে উপভোক্তাকে তথ্য জোগায় এই অধিকার। এ বিষয়ে শিক্ষা তথা সচেতনতার প্রসার ঘটাতে গণমাধ্যমে বা স্কুলের পাঠ্যক্রমকে এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। দেশে দেওয়ানি আদালত ও অন্যান্য আইনি প্রতিবিধানের যে ব্যবস্থাপত্র চালু আছে, তার এক বিকল্প হিসাবে এই আইনের মাধ্যমে ত্রিস্তরীয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সংস্থান রাখা হয়েছে। যেখানে কি না তার কেনা কোনও পণ্যে কোনও খুঁত থাকলে বা প্রাপ্ত পরিষেবার কোনও ঘাটতি মিললে, তৎসহ এবং পণ্যের উৎপাদক ও ব্যবসায়ী বা পরিষেবা প্রদানকারীরা একচেটিয়া/অনৈতিক কারবারের রীতি অনুসরণ করলেও একজন ভুক্তভোগী উপভোক্তা সুবিচার ও ক্ষতিপূরণের জন্য দ্বারস্থ হতে পারেন। এই আইনের উদ্দেশ্যই হল উপভোক্তার অভিযোগের সহজ, দ্রুত এবং যথাসম্ভব কম খরচে নিষ্পত্তি করা। ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করা। এছাড়াও তা উপভোক্তাদের নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের সহায়তা জোগায় এবং নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করে।একটি মুক্ত বাজার অর্থনীতি কেবলমাত্র শিক্ষিত সচেতন উপভোক্তার সাহায্য পেলে তবেই সাবলীল ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে। উৎপাদক ও উপভোক্তার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার অন্যতম হাতিয়ার হল উপভোক্তা শিক্ষা। শিক্ষা একজন উপভোক্তাকে সঠিক জিনিসটি বেছেবুছে পছন্দ করতে সাহায্য করে এবং তাকে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত অপব্যবহারের হাত থেকে সুরক্ষা জোগায়। ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পরিসর বাড়াতে ব্যাপক বিজ্ঞাপনী প্রচার ও সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে উপভোক্তাদের নিজেদের অধিকার ও দায়দায়িত্ব বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে বেশি করে জোর দিতে হবে মহিলা, শিশু, ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক এবং গ্রামীণ পরিবারগুলির তথা শ্রমিক শ্রেণির মতো অরক্ষিত গোষ্ঠীর উপর। **ক্রমশ**

ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নই সরকারের অগ্রাধিকার

অরুণ কে. পাণ্ডা
পর্ব ২

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ

খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ হল ভারতের দুই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্র। দেশের গ্রামীণ এলাকায়, বিশেষত সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির মানুষজনের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, তাও মাথাপিছু যৎসামান্য বিনিয়োগের দৌলতে। গ্রামীণ বেকারদের, বিশেষত যুবা ও মহিলাদের বাড়ির দোরগোড়ায় পর্যাপ্ত রুজিরোজগারের বন্দোবস্ত করে দিতে, খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ ক্ষেত্রের জন্য MSME মন্ত্রক একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

প্রযুক্তির ওপর জোর

বর্তমানে দুনিয়াজুড়ে বিশ্ব মূল্য শৃঙ্খলের মধ্যে ব্যাপক প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতার বাতাবরণে বাদবাকি দুনিয়ার সামনে পছন্দসই পণ্য সরবরাহকারী হয়ে উঠতে গেলে একটি সংস্থাকে সেরা মানের পারদর্শিতা দেখানো সমেত আন্তর্জাতিক গুণমান বজায় রেখে চলতে হবে। কেবল উদ্ভাবনী সমাধান মেলে ধরলেই চলবে না, নিজের অন্য অংশীদারদের জন্য আরও বেশি মুনাফা কামানোরও সুযোগ করে দিতে হবে। এই প্রেক্ষিতে আধুনিক সূক্ষ্ম প্রযুক্তির হাত ধরাটা বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ১৮টি টুল রুম ও প্রযুক্তি বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে MSME মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চমানের দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সহয়তাদানের উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। পাশাপাশি, MSME-গুলির সার্বিক উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য চালু কেন্দ্রগুলির মধ্যে কয়েকটির আধুনিকীকরণ এবং Technology Center Systems Project (TCSP) -র আওতায় ও ১৫টি নতুন প্রযুক্তি কেন্দ্র (TCs) স্থাপনের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তার MSME মন্ত্রক ২২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলি উদ্যোগপতিদের অত্যাধুনিক মানের শিল্পোৎপাদন প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ এবং ব্যবসায়িক পরামর্শ জুগিয়ে MSME ক্ষেত্রকে সহায়তা করবে। এদিকে, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলির প্রযুক্তিগত মানোন্নয়নের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে মূলধন ভরতুকি প্রদান সংক্রান্ত একটি প্রকল্প (Credit Linked Capital Subsidy Scheme, CLCSS) চালু রয়েছে। এই প্রকল্পে কারখানা ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য নেওয়া ঋণে আগাম ১৫ শতাংশ (সর্বাধিক ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) ভরতুকি দেওয়া হয়। চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পে মোট ৭৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, এর দরুন সুফল পেয়েছে ১২৩৯টি অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র সংস্থা। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি MSME ক্ষেত্রকে Zero Defect Zero Effect (ZED) শংসাপত্রের মাপকাঠিতে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা জোগাতে একটি প্রকল্পের সূচনা করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ZED উৎপাদন সম্পর্কে MSME সংস্থাগুলিকে সচেতন করে তুলতে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। উৎপাদিত করা হচ্ছে নিজেদের সংস্থাকে ZED মাপকাঠি অনুযায়া মূল্যায়ন করাতে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হচ্ছে এদেরকে।

মজবুত পরিকাঠামো গঠন

কোনও শিল্পসংস্থা বাজারে সুষ্ঠু ও সফলভাবে চালাতে গেলে কিছু পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধার নাগাল পাওয়া একান্ত জরুরি। যেমন কিনা প্রয়োজনীয় সমাগ্রীর অবাধ জোগান, বাজারের সুবিধা, সুদক্ষ মানবসম্পদ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এর প্রেক্ষিতেই সরকার MSME-গুলির উন্নয়নে শিল্পতালুক বা ক্লাস্টার ভিত্তিক এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সার্বিকভাবে সমবায় রীতিতে কাজকর্ম চালাতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তবে পাশাপাশি ব্যবসা চালাতে ক্লাস্টার স্তরে সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার একটি মনোভাবও যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে নজর দেওয়া হয়। যথেষ্ট মূলধনের অভাবে অতি ক্ষুদ্র ও ছোট সংস্থাগুলি সাধারণত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি হাসিল করতে অক্ষম। ফলে তাদের উৎপাদনের মানের সঙ্গে আপোস করতে হয়। এই সমস্যা দূর করতে ক্লাস্টার উন্নয়ন কর্মসূচিতে সর্বজনীন সুবিধা কেন্দ্র (Common Facility Centre, CFC)-এর মতো স্থায়ী সম্পত্তি নির্মাণ করে সেখানে আধুনিকতম প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, নকশা, গুণমান যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা মোতায়েন রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় বহু ক্লাস্টার ইতিমধ্যেই এই সুবিধার মাধ্যমে সুফল ভোগ করছে। আরও বিভিন্ন ধরনের ক্লাস্টার উন্নয়ন প্রয়াস সরকার হাতে নিয়েছে, যার সুফলও মিলেছে ইতিমধ্যেই। MSME মন্ত্রক সংশিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য হাতে নেওয়া বিবিধ প্রকল্পের সার্বিক নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে পড়েছে অতি ক্ষুদ্র ও ছোট সংস্থাগুলির জন্য ক্লাস্টার উন্নয়ন কর্মসূচি (MSE-CDP), গ্রামীণ ও ঐতিহ্যসম্পন্ন ক্লাস্টারগুলির আধুনিকীকরণ প্রকল্প (SFURTI) প্রভৃতি। যাতে করে আরও বেশি ক্লাস্টারকে এসব প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা যায়।

নতুন বাজারের নাগাল

MSME-গুলির বর্তমান বাজারের পরিসর বাড়াতে এবং এই বাজার ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বজায় রাখতে সরকার এক সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। প্রস্তাব রাখা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলি তাদের প্রয়োজনের ২০ শতাংশ পণ্য ও পরিষেবা অতি ক্ষুদ্র ও ছোটো সংস্থাগুলির কাছ থেকেই সংগ্রহ করবে। ২০১২ সালের সরকারি সংগ্রহ নীতি (Public Procurement Policy)-র অঙ্গ হিসাবে এই সিদ্ধান্ত। এতে শুধু যে অতি ক্ষুদ্র ও ছোট সংস্থাগুলির উপর নজর দেওয়া হয়েছে তা নয়, তপশিলি জাতি ও উপজাতি জনগোষ্ঠীভুক্ত ছোটো উদ্যোগপতিরাও যাতে সরকারি সংগ্রহের এই বিপুল বাজার থেকে উপকৃত হতে পারেন সেজন্য আলাদ করে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

সুরের আকাশে বেচু দত্ত

সুর না সাজো কেয়া গায়ো ম্যায়/ সুরকে বিনা জীবন শুনা। এই গানটা গেয়েছিলেন মান্না দে। এখানে গানের কথা বলা আছে। সুরের কথা বলা আছে। অর্থাৎ সঙ্গীতবিহীন সবটাই যেন একটা বেসুরো লাগে। বাংলা গানের জন্য সেদিন বহু গায়কের আগমন হয়েছিল। এবং তারা একটা তবলা, হারমোনিয়াম নিয়েই বহু গান গেয়ে গেছেন। সেইসব কালজয়ী গানের কথা আমরা প্রায়ই ভুলেই গেছি। সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুর বদল হয়ে যায়। তবুও মনে রাখতে হয়। বিশ্বকবি তাঁর গানেতে বলে গেছেন, তবু মনে রেখো। আমরা কিছুতেই মনে রাখতে পারিনি। মনে রাখা অবশ্যই উচিত ছিল। আজ যে মানুষটির কথা বলতে এলাম, তিনি ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহন করেছিলেন। সুরের আকাশে তিনি বেচু দত্ত নামেই পরিচয় পেয়েছিলেন। বিশাল কিছু করে যেতে পারেননি। তবে নিজের কন্ঠে বেশকিছু ভাল গান উপহার দিয়ে গেছেন। যা আজ সংগীতের আসর থেকে হারিয়ে গেছে বললেই চলে। যার মধ্যে রয়েছে (১) প্রণব রায়ের রচনায় আর সুবল দাশগুপ্তের সুরে ''যাই তবে চলে যাই (২) শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ''হৃদয় কাহারে যেন'' (৩) শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ''তুমি যারে চাও'' (৪) শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ''তুমি যদি এসে'' (৫) শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ''প্রথম যেদিন বাঁশি'' (৬) শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ''শুকিয়ে গেছে'' (৭) শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ''জানি গো প্রিয় (৮) চিত্ত রায়ের সুরে ''আমি মনে মনে'' (৯) চিত্ত রায়ের সুরে ''ব্রজগোপী খেলে হোলি'' (১০) শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ''ওগো চম্পক বরণী'' (১১) রবীন চ্যাটার্জীর সুরে ''যার লাগি মোর'' (১২) রবীন চ্যাটার্জীর সুরে ''শুধু সুরে সুরে'' (১৩) শৈলেন দত্তগুপ্তের সুরে 'হে উদাসী, (১৪)দুর্গা সেনের সুরে ''সুরের আকাশে'' ছাড়াও আরও বহু গানে বেচু দত্ত কণ্ঠ দান করে গেছেন। এমন একজন শিল্পীর কথা আজ হারিয়ে গেছে। ২৩ মার্চ, ১৯৯১ সালে তিনি সমস্ত জগত থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আজ যখন সুরের পরশে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, বাংলা সংস্কৃতিতে সংগীতকে মর্যাদা দিয়ে তুলে আনা হচ্ছে, তখন এই শিল্পী বেচু দত্তের কথা তো কারোর কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে না। এবছর বেচু দত্ত মহাশয়ের শতবর্ষ। আসুন সংগীতের এই সুদিনে আমরা স্মরনে বরনে প্রণাম জানাই শিল্পীকে, তিনি যে সুরের আকাশে শুকতারা হয়ে আছেন।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

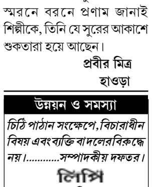

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়